হুইসেল বাজানোর বিধান

হুইসেল বাজানোর বিভিন্ন অবস্থা ও এর বিধান

দরসে নিজামী করা কি আলিম হওয়ার জন্য শর্ত?

জান্নাতে কি মহিলাদেরও আল্লাহ্ পাকের দীদার হবে?

গাউসে পাক رضي الله عنه কি মুফতীও ছিলেন?

জীবিত পঙ্গপালকে শিখের মধ্যে বিদ্ধ করে চুলায় পাকানো কেমন?

উপস্থাপনায়: আল-মাদীনাতুল ইলমিয়্যা মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হুইসেল বাজানোর বিধান[১]

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ পাক**! যে কেউ এই **"হুইসেল বাজানোর বিধান"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে দ্বীনি মাসআলা বুঝার তৌফিক দান করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় তোমাদের আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

---

১. এই পুস্তিকাটি ৫ই রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী, ২ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার লিখিত সম্ভার, যা আল মদীনাতুল ইলমিয়ার **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগ সম্পাদনা করেছে।

(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

২. তারিখে ইবনে আসাকির, হরফুন নুন, ৬১/৩৮১, নম্বর ৭৮১২, হাদীস ১২৬৬১।

হুইসেল বাজানোর বিভিন্ন অবস্থা ও এর বিধান

প্রশ্নঃ আমরা প্রায় কথায় কথায় বা হাসি ঠাট্টায় হুইসেল (শিস) দিয়ে থাকি, এব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা প্রদান করুন।

উত্তরঃ হুইসেল বাজানোর বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, যেমন; অনেক সময় ট্রাফিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পুলিশ হুইসেল বাজায় অথবা এরূপ অন্যান্য প্রয়োজনে হুইসেল বাজানো হয়, তবে প্রয়োজনে হুইসেল বাজানো জায়িয।[১] (এপ্রসঙ্গে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) অনুরূপভাবে কারখানায় ছুটির ঘোষনা করার জন্য হুইসেল বাজানো হয়, তাও অনুমতি রয়েছে কিন্তু খেলাচ্ছলে এই হুইসেল (শিস) বাজানো প্রচলিত রীতিতে নিকৃষ্ট মনে করা হয়, তাই এর অনুমতি নেই।[২] (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) ভদ্র মানুষ খেলাচ্ছলে হুইসেল (শিস) বাজানোর কথা ভাবতেও পারে না অন্যথায় তারাও হুইসেল (শিস) বাজাতে জানে। শিস হাতেও বাজানো হয় আর তা শুধু অভিজ্ঞ লোকেরাই বাজাতে পারে, সকলের কাজ নয় আর না তাদের শিস বাজানোর চেষ্টা করা উচিৎ,

১. বাহারে শরীয়াত, ৩/৫১১, ১৬তম অংশ।
২. বাহারে শরীয়াত, ৩/৫১০-৫১১, ১৬তম অংশ।

কেননা বান্দা গুনাহের চেষ্টা কেনো করবে? নিরাপত্তা এতেই যে, বান্দা শিস বাজানোর চেষ্টা করবে না, কেননা যদি বেজে যায় তবে বাজানোর আগ্রহ সৃষ্টি হবে, কেননা যে নাচতে পারে, তার নাচার আগ্রহও হয়ে থাকে আর যে নাচতে জানেনা, সে নাচানাচি থেকে দূরেই থাকে।

যাইহোক শিস বাজানো সম্পর্কে বাহারে শরীয়াত ৩য় খন্ডের ৫১১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "লোকদেরকে জাগ্রত করতে এবং সাবধান করার ইচ্ছায় হুইসেল বাজানো জায়িয, যেমন; গোসলখানায় হুইসেল এই জন্যই বাজানো হয় যে, মানুষরা যেনো জানতে পারে গোসলখানা খোলা হয়েছে। রমযান শরীফে সেহেরী খাওয়ার সময় অনেক শহরে দফ বাজানো হয়, যার উদ্দেশ্য হলো যে, মানুষ যেনো সেহেরী খাওয়ার জন্য জাগ্রত হয়ে যায় এবং তারা জানতে পারে যে, এখনও সেহেরীর সময় অবশিষ্ট রয়েছে, তা জায়িয, কেননা এই অবস্থা খেলাচ্ছলে বাজানোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়।" একতালের ঢোলকে দফ বলা হয়, যেমন; যদি কোন গ্লাস ইত্যাদির উপর একদিকে চামড়া লাগিয়ে দেয়া হয়, তবে তাকে দফ বলা হবে এবং যদি উভয় দিকে চামড়া লাগালে ঢোল। এখন মনে হয় না কোথাও দফ বাজে, কেননা ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম সব জায়গায় পৌঁছে গেছে। যাই হোক যদি দফ মিউজিকের মতো

বাজাবে না এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য সেহেরীর জন্য মানুষকে জাগানো এবং অবহিত করা যে, সেহেরীর সময় হয়ে গেছে বা সেহেরীর সময় এখনো অবশিষ্ট রয়েছে, তবে দফ বাজানো জায়িয। "অনুরূপভাবে কারখানায় কাজ শুরু এবং শেষ হওয়ার সময় হুইসেল বাজানো জায়িয, কেননা এর দ্বারাও খেলাধুলা উদ্দেশ্য নয় বরং অবহিত করার জন্যই হুইসেল বাজানো হয়। এভাবে রেলগাড়ির হুইসেল দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেনো জেনে যায় যে, গাড়ি আসছে বা অনুরূপ অন্যান্য বিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে হুইসেল দেয়া হয়, তাও জায়িয।"[১]

কবুতর উড়ানোর জন্য শিস বাজানো কেমন?

প্রশ্নঃ শহরে ও গ্রামে সন্ধ্যার সময় কবুতর উড়ানো হয়, তো এই সময় শিস বাজানো কেমন?

উত্তরঃ যদি পাখি তাড়ানোর জন্য শিস বাজানো হয় যে, ফসল নষ্ট করে থাকে, তবে এটাও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়, অতএব এটাও জায়িযের বিধানের অন্তর্ভূক্ত। বাকী রইলো কবুতর উড়ানোর জন্য শিস বাজানো, আর এটা কবুতর উড়ানো নয় বরং তাদের বিরক্ত করা। কবুতর উড়ানো ব্যক্তিরা কবুতরকে নামতে দেয় না, তাদের ক্লান্ত করে এবং

১. দুররে মুখতার মাআ রদ্দে মুহতার, কিতাবুল হতর ওয়াল আবাহাতি, ৯/৫৭৮-৫৭৯। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অধ্যায়, ৩/৫১১।

ক্ষুধার্ত রাখে, এমনকি অনেক সময় কবুতর ক্ষুধায় দূর্বল হয়ে নিচে পড়ে যায়, পাখিদের এভাবে কষ্ট দেয়া হারাম। "কবুতর পালনকারীরা কবুতরকে রীতিমতো পোষ মানায় অতঃপর এই কবুতর অন্যান্য কবুতরকে নিজের ফাঁদে ফাঁসিয়ে নিয়ে আসে, যা এই কবুতরের মালিক ধরে নেয়, অথচ এভাবে অন্যের কবুতর ধরা হারাম।"[১] মনে রাখবেন! যদি আপনি কবুতরকে চুরি করার জন্য ব্যবহার করেন তবে আপনি গুনাহগার এবং জাহান্নামের অধিকারী হবেন। যখন এভাবে কবুতর উড়ানো গুনাহের কাজ তো এর জন্য শিস বাজানোও একটি গুনাহের কাজের জন্য হলো, অতএব আরো একটি গুনাহ বৃদ্ধি পেলো।[২]

---

১. দুররে মুখতার, কিতাবুশ শাহাদাত, ৮/২২৯। বাহারে শরীয়াত, ১২তম অধ্যায়, ২/৯৪৭।

২. হাদীসে পাকে রয়েছে: তিনটি জিনিস হলো জুয়া: (১) শর্ত সাপেক্ষে বাজি ধরা (২) ছোট ছোট তীর নিক্ষেপ করে জুয়া খেলা এবং (৩) শিস বাজিয়ে বাজিয়ে কবুতর উড়ানো। (কানযুল উম্মাল, হরফুল লাম, ১৫তম অংশ, ৮/৯৪, হাদীস ৪০৬৩২) আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কবুতর পালন করা যদি শুধু মনের প্রশান্তির জন্য হয় এবং কোননাজায়িয কাজের দিকে ধাবিত না হয় তবে তা জায়িয আর যদি ছাদের উপর উঠে উড়ায় যে, মুসলমানের মহিলাদের দৃষ্টি পড়ে বা তা উড়ানোর জন্য কঙ্কর নিক্ষেপ করলো যা কারো কাঁচ ভেঙ্গে দিলো, কারো চোখ উপড়ে দিলো অথবা অন্যের কবুতর ধরে নিলো কিংবা তাদের ক্লান্ত করা এবং তামাশা দেখার জন্য সারাদিন ক্ষুধার্ত অবস্থা উড়ায়, যখন নামতে চায় তখন নামতে না দেয় তবে এরূপ পালন করা হারাম। (আহকামে শরীয়াত, ৩৮ পৃষ্ঠা)

দরসে নিজামী করা কি আলিম হওয়ার জন্য শর্ত?

প্রশ্নঃ দরসে নিজামী করা কি আলিম হওয়ার জন্য শর্ত?[১]

উত্তরঃ দরসে নিজামী করা আলিম হওয়ার জন্য শর্ত নয় আর যথেষ্টও নয়, তবে অবশ্যই আলিম হওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম। যে দরসে নিজামীর সনদ অর্জন করেছে, এখন সে সম্পূর্ণ আলিমও যে হয়ে গেছে তা নয়, কেননা ১০০ ভাগ ফরয উলুম (জ্ঞান) দরসে নিজামীতে পড়ানো হয় না। তাছাড়া এখন তো দরসে নিজামী অর্থাৎ আলিম কোর্স সংক্ষিপ্ত করে নেয়া হচ্ছে, অথচ এক সময় এই আলিম কোর্স প্রায় ১৬ বছরের হতো, অতঃপর কমতে কমতে ১০ বছরে এসেছে আর এখন আট বছরের হয়েছে যা অনেকদিন ধরে চলে আসছে, কিন্তু এখন ইসলামী ভাইদের ছয় বছর ও ইসলামী বোনদের পাঁচ বছরের হয়ে গেছে। মনে রাখবেন! দরসে নিজামীকে বাধ্য হয়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, কেননা এত বছরের জন্য মানুষ আসছে না। দরসে নিজামী থেকে অনেক কিতাব বাদ দেয়া হয়েছে, এমনকি ফার্সি ভাষা যাকে পূর্বে দরসে নিজামীর মূল মনে করা হতো, তাও বাদ দেয়া হয়েছে,

---

১. এই প্রশ্ন ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে মঞ্জুরকৃত। **(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)**

আর এভাবে অসংখ্য কিছু বাদ দেয়া হয়েছে, যাতে কোন বাহানায় মানুষ দরসে নিজামী করার প্রতি আগ্রহী হয়, কেননা না করা থেকে করা কোটি গুণ উত্তম।

ঈমান হিফাযতের পদ্ধতি

প্রশ্নঃ বর্তমানের এই অধঃপতনের যুগে ঈমান কিভাবে হিফাযত করা যাবে?[১]

উত্তরঃ বর্তমান অবস্থা খুবই নাজুক এবং ঈমানের হিফাযত আসলেই একটি কঠিন কাজ। আমরা মুসলমানের ঘরে জন্ম তো হয়ে গেছি কিন্তু এবার কবরেও যে মুমিন অবস্থা যাবো, তা নয়। হাদীসে পাকে এরূপ রয়েছে যার সারমর্ম হলো: "এমন একটি যুগ আসবে যে, বান্দা সকালে মুমিন আর সন্ধ্যায় কাফের হবে আর সন্ধ্যার মুমিন এবং সকালে কাফের হবে।"[২] ঈমান রক্ষা করা কঠিন হবে, যেমনটি হাতের তালুতে আগুনের কয়লা রাখা।[৩] অর্থাৎ যেমনিভাবে হাতে জ্বলন্ত কয়লা রাখা কষ্টকর তেমনিভাবে ঈমান রক্ষা করাও কষ্টকর। আমরা এরূপ মনে করে বসে আছি যে, আমরা

---

১. এই প্রশ্ন ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে মঞ্জুরকৃত। (ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)

২. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল বাহাস আলাল মুবাদাতি..., ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩১৩।

৩. ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, ৪/৩৬৫, হাদীস ৪০১৪।

মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহন করেছি এবং আমাদের নামও মুসলমানের ন্যায় তো এখন আমরা যার সহচর্যে থাকিনা কেন, যার কথা শুনিনা কেন তা আমাদের ইচ্ছা আর এরূপ বোকার মতো কথা বলা যে, "শুনবো সবার, করবো নিজের" অথচ যখন আমরা আমাদের সত্যিকার ইসলাম এবং সত্যিকার আকীদার সম্পর্কেই জানিনা, তখন আমরা কিভাবে সকলের কথা শুনবো এবং সকলের সহচর্য অবলম্বন করবো?

শুধুমাত্র ওলামায়ে কিরামের সহচর্যে থাকুন, যারা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার আশিক এবং যাঁদের আকীদা একেবারে ১০০ ভাগ বিশুদ্ধ অর্থাৎ তাঁদের আকীদায় না আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام, না পবিত্র আহলে বাইত এবং সাহাবায়ে কিরাম رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن সম্পর্কে কোন ভ্রান্তি রয়েছে আর না তাঁরা কোন সাহাবীর শানে সামান্য পরিমাণও বেআদবী করে। তাছাড়া যারা যেকোন একজন সাহাবীর শানেও সমান্য পরিমাণ বোআদবী করে, সে আমাদের কোন কাজের নয়, অতএব তাকে নিজেদের ডিকশনারি থেকে বাদ দিয়ে দিন, তার সহচর্য থেকে বিরত থাকুন এবং তার কথা শুনা তো দূরের বিষয়, তার দিকে তাকাবেনও না। আমার এই কথা হলো ঈমান রক্ষার মাধ্যম, তাই এবার যদি আপনাদের আমার এই কথায় রাগ আসে তবে বুঝে নিন যে,

আপনি নিজের হাতেই নিজের পায়ে কুড়াল মারছেন। মনে রাখবেন! আমি আপনাদের ঈমানের হিফাযত এই কারণেই করছি যে, আমি দ্বীনের একজন নগন্য খাদেম, অন্যথায় আমি এর জন্য কোন টাকা পয়সা পাইনা। আমি মন্দ মৃত্যুকে ভয় করি এবং আমিও আমার ঈমানের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত যে, **আল্লাহ পাক** জানেন আমার কি হবে? সবারই মন্দ মৃত্যুর ভয় করা উচিৎ এবং এ ব্যাপারে নিজেরও দোয়া করা উচিৎ আর অপরকে দিয়েও করানো উচিৎ। যাইহোক, যদি আপনি উত্তম জীবন অতিবাহিত করেন এবং শুধুমাত্র আশিকানে রাসূলের দ্বীনি কিতাব সমূহ পড়েন তবে اِنْ شَآءَ الله কল্যাণই কল্যাণ, অন্যথায় যদি নেটে সার্চ করে বা উল্টাপাল্টা বই পড়েন তবে আপনি বুঝতেও পারবেন না আর আপনার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে, কেননা হয়তো কোন ভ্রান্ত বিষয় আপনার মনে গেঁথে গেলো এবং ঈমানকে ধ্বংস করে দিলো।

আত্তার হে ঈমাঁ কি হিফাযত কা সুয়ালী
খালি নেহী জায়ে গা ইয়ে দরবারে নবী সে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪০৬ পৃষ্ঠা)

মাদানী মুযাকারা চলাকালিন তাসবীহ পাঠ করা কেমন?

প্রশ্নঃ সম্মিলিত মাদানী মুযাকারায় বৃদ্ধরা তাসবীহ পাঠ করতে থাকে, আমরা তাদের কিভাবে বুঝাবো?

উত্তরঃ যেসকল বয়োবৃদ্ধরা এরূপ করে, তাদের হয়তো বুঝেও আসেনা যে, মাদানী মুযাকারায় কি বলা হচ্ছে? স্বভাবতই যারা মাদানী মুযাকারার সময় তাসবীহ পাঠ করবে, তারা শুনবেও না, আর একে ভূল বুঝাবুঝি হতে পারে আর এতে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া অনেক সময় মাদানী মুযাকারায় ঈমান ও কুফরী সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে, তখন কিছু পাঠ করার পরিবর্তে শুধু কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনা উচিৎ। অনেকে মাদানী মুযাকারার সময় একে অপরের সাথে ইশারায় বলে, শুনো! কি বলা হচ্ছে? তো এরূপ করাতেও ভূল বুঝাবুঝি হয়ে যায়, অতএব ইশারা করা থেকেও বিরত থাকা উচিৎ। মনে রাখবেন! যদি কেউ আসা যাওয়া করছে তবে তাকেও বিরক্ত করবে এবং বসে যাও, বসে যাও বলে চিৎকার করবে না, কেননা অনেক সময় এমন করাতেও ভূল বুঝাবুঝি হয়ে যায়।

জান্নাতে কি মহিলাদেরও আল্লাহ পাকের দীদার হবে?

প্রশ্নঃ মহিলাদেরও কি জান্নাতে **আল্লাহ পাকের** দীদার হবে?

উত্তরঃ অবশ্যই হবে।[১]

বাগদানে পাঁচ মণ মিষ্টি নিয়ে আসবে!

প্রশ্নঃ যদি মেয়েপক্ষ ছেলেপক্ষকে বলে যে, "বাগদানে পাঁচ মণ মিষ্টি নিয়ে আসবে" আর ছেলে পক্ষের এত সামর্থ্য না থাকে, তবে তারা কি করবে? তাছাড়া এরূপ প্রথাগুলো সম্পর্কে শরীয়াত কি বলে?

উত্তমঃ কোথাও কোথাও এমনও হয়ে থাকে, যেমন; মেমন কমিউনিটিতে খরচের কারণে ছেলেপক্ষ সমস্যার পড়ে যায় এবং অন্যান্য কমিউনিটিতে মেয়েপক্ষ সমস্যায় পড়ে যায়। যাইহোক, মিষ্টি না তো পাঁচ মণ চাইবে আর না পাঁচ কেজি, কেননা প্রদানকারী এই কারণেই দেয় যে, যদি দেয়া না হয় তবে বিয়ে হবে না অথবা তারা আমাদের মেয়ে বা ছেলেকে কষ্ট দিবে কিংবা তাদের বিদ্রুপ থেকে বাঁচাই উদ্দেশ্য হয়ে

---

১. জান্নাতের নেয়ামত নারী ও পুরুষের জন্য একই, প্রাসাদ, পোষাক, খাবার, সুগন্ধি ইত্যাদি, তবে **আল্লাহ পাকের** দীদারের বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে এবং বিশুদ্ধ মত এটাই যে, (**আল্লাহ পাকের** দীদারও নারী ও পুরুষ) উভয়েরই হবে। **(ফতোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, পর্ব নং ৭, ২৪ পৃষ্ঠা)**

থাকে যে, না দিলে তারা আমাদের কৃপণ বলবে, বিভিন্ন ধরনের কথা বলবে এবং সত্য মিথ্যা বলে আমরা হাসি ঠাট্টার পাত্র হবো। মনে রাখবেন! এই কারণে মিষ্টি বা যেকোন উত্তম বস্তু দেয়াকে ঘুষ বলা হবে[১] আর গ্রহনকারী গুনাহগার হবে, প্রদানকারী যেহেতু বিদ্রুপ বা কটাক্ষ থেকে বাঁচার জন্য অথবা নিজের সম্মান রক্ষার জন্য দিচ্ছে, তাই তার উপর গুনাহের বিধান হবে না।[২]

বিয়ের অনুষ্ঠানে দেরী হওয়ার কারণ ও এর সমাধান

প্রশ্নঃ বিয়ের কার্ডে খাবারের যে সময় লেখা হয়, সেই সময় অনুযায়ী খাওয়ানো হয় না, তবে কি এই সময়টি লেখা মিথ্যার অন্তর্ভূক্ত হবে?

উত্তরঃ লোকই না আসলে খাবার কিভাবে খাওয়াবে? সাধারনত মানুষ সময় মতো আসে না, যার কারণে খাওয়ানো দেরী হয়ে যায়। মানুষের এই এমন মানসিকতা হয়ে গেছে যে, যদি কার্ডে ১০টায় লেখা হয় তবে খাবার ১১টার পূর্বে শুরু হবে না, অতএব যদি আমরা উল্লেখিত সময়ে যাই তবে অনেক্ষণ বিয়ের হলে ফেঁসে থাকবো, তাই এখন মানুষের

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১২/৪৫৭-৪৫৮।
২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১২/৩০০।

দেরীতে আসার এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, যা সংশোধন করা খুবই কঠিন।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি নিজ নিজ কমিউনিটির মানুষদের বুঝায়, তবে হয়তো এর কোন সমাধান হবে, অন্যথায় শুধু আইন পাশ করাতে কিছুই হয়না, কেননা আইন শুধু লিখিতভাবে এসে যাবে আর পরবর্তিতে মনেও থাকবে না যে, আইন হয়েছিলো কি না? বরং আইন প্রণয়নকারী নিজেও তা ভূলে যাবে। উত্তম হলো, একটি মজলিশ এই কাজের জন্য বানানো আর তারা এই সকল ব্যাপার সমাধান করার চেষ্টা করবে, যেমন; যদি এই মাসে আমাদের কমিউনিটিতে তিনটি বিবাহ রয়েছে, তবে এই মজলিশ বর ও কনে পক্ষ উভয়ের নিকট যাবে আর তাদেরকে নম্রভাবে বুঝিয়ে এই ব্যাপারে রাজি করবে যে, বর এই সময়ে এসে যাবে এবং কনেপক্ষও মজলিশকে বলবে যে, আপনারা চিন্তা করবেন না, আমাদের খাবার বরপক্ষ আসার পূর্বেই বিয়ের হলে চলে আসবে আর আমরা খাবারের জন্য অপেক্ষা করাবো না। এভাবে যদি কোন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে তবে এর দেখাদেখি অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানও এরূপ করতে থাকবে আর এভাবেই ব্যবস্থাপনায় কিছুটা উন্নতি

আসবে। শুধু কথা বলে এবং দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে ও জোর করে সহানুভূতি দেখানোতে তেমন কিছুই হবে না।

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কি মুফতীও ছিলেন?

প্রশ্নঃ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কি মুফতীও ছিলেন?

উত্তরঃ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুজতাহিদে মুতলাক অর্থাৎ সত্যিকার মুফতী ছিলেন।[১] মুজতাহিদরাই আসল মুফতী হয়ে থাকে এবং এখন যারা মুফতী রয়েছেন তাদেরকে "মুফতীয়ানে নাকিল" বলা হয় অর্থাৎ মুজতাহিদরা যা বর্ণনা করেছেন, তা থেকে মাসআলা বের করে আমাদেরকে ফতোয়া দিয়ে থাকে।[২]

গাউসে আযমের বাণী সম্বলিত কিতাব

প্রশ্নঃ এই যুগেও কি হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী সমগ্রের কিতাব পাওয়া যায়? যদি পাওয়া যায় তবে কি

---

১. তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সর্বদা হাম্বলি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং পরবর্তিতে যখন আইনুশ শরীয়াতুল কুবরা পর্যন্ত পৌঁছে "মুজতাহিদে মুতলক" মর্যাদা অর্জিত হলো, হাম্বলি মযাহাবকে দূর্বল হতে দেখে সেই অনুযায়ী ফতোয়া দিলেন যে, হুযুর, মহিউদ্দীন এবং দ্বীনে মতিনের এই চারটিই স্তম্ভ, লোকদের পক্ষ থেকে যে স্থম্ভের প্রতি দূর্বলতা প্রদর্শন করতে দেখেছেন, সেটিকে শক্তিশালী করেছেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৪৩৩)

২. ইলম ও হিকমত কে ১২৫ মাদানী ফুল, ৪১-৪২ পৃষ্ঠা।

সেগুলোর উপর আস্থা রাখা যাবে?

উত্তরঃ আস্থা না রাখার কারণ কি? হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব **"ফুতুহুল গাইব"** খুবই প্রসিদ্ধ। এই কিতাবটি অনেক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই কিতাবে ব্যাখ্যাও করেছেন, যা উর্দূ অনুবাদ সহকারে পাওয়া যায়। মনে রাখবেন! অনুবাদ গ্রন্থ কোন গাউসে আযমের আশিকেরই নেয়া উচিৎ।[১]

প্রতিবন্ধি শিশু হাঁটতে লাগলো (কারামত)

প্রশ্নঃ হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কোন কারামত বলুন।[২]

---

১. **"ফুতুহুল গাইব"** হুযুর গাউসে আযম সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাসাউফের বিষয়বস্তু সম্বলিত খুবই উন্নতমানের রচনা, এই কিতাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কাশফ ও মুজাহাদা থেকে অর্জিত চিত্তাকর্ষক পয়েন্টও বর্ণনা করেছেন। খাতিমুল মুহাদ্দীসীন শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"মিফতাহুল ফুতুহ শরহে ফুতুহুল গাইব"** নামে ফার্সি ভাষায় এই কিতাবের ব্যাখ্যাও লিখেছেন।

২. এই প্রশ্ন ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে মঞ্জুরকৃত। **(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)**

উত্তরঃ একবার এমন লোক যাদের চিন্তা ভাবনা আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সম্পর্কে ভাল ছিলো না, দু'টি ঝুড়ি নিয়ে আমাদের গাউসে আযম হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং জিজ্ঞাসা করলো: এই দু'টিতে কি আছে? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর চেয়ার থেকে নেমে একটি ঝুড়িতে তাঁর হাত মুবারক রাখলেন এবং বললেন: এতে অসুস্থ শিশু আছে। অতঃপর তাঁর ছেলে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুর রাজ্জাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তা খোলার নির্দেশ দিলেন, যখন সেই ঝুড়ি খোলা হলো তখন তাতে আসলেই একটি শিশু ছিলো, যে প্রতিবন্ধি ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে ধরে বললেন: "قُمْ بِاِذْنِ الله অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** আদেশে উঠো" তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে গেলো। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অপর ঝুড়ির উপর হাত রেখে বললেন: এতে সুস্থ শিশু রয়েছে। অতঃপর এই ঝুড়ি খোলার আদেশ দিলেন, যখনই ঝুড়ি খোলা হলো তখন তাতে আসলেই একজন সুস্থ শিশু বের হলো এবং সে উঠে হাঁটতে লাগলো। তাঁর এই কারামত দেখে সেই লোকগুলো তাদের মন্দ চিন্তাভাবনা থেকে তাওবা করে নিলো।[১]

১. বাহজাতুল আসরার, যিকরে ফুসুল মান কালামুহু মারসাআ..., ১২৪ পৃষ্ঠা।

এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম: ❁ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام উচ্চ শান হয়ে থাকে ❁ **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে এমন ক্ষমতা দান করেন যে, তাঁরা ঝুড়ি খোলা ব্যতীত বলতে পারেন যে, এর ভেতর কি আছে? ❁ তাঁরা যখন ইচ্ছা **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে অসুস্থকে সুস্থ করে দেন ❁ সেই ব্যক্তি খুবই খারাপ, যে **আল্লাহ পাকের** আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সম্পর্কে ভূল ধারনা পোষন করে। **আল্লাহ পাক** এরূপ ভূল ধারনা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমিন।

উদারতা কাকে বলে?

প্রশ্ন: উদারতা কাকে বলে? তাছাড়া এর কি সাওয়াব রয়েছে?

উত্তর: উদারতা বা সহানুভূতি এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষের প্রতি করুনা আসা বা দয়া করা এবং অত্যাচার না করা। যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য কারো প্রতি দয়া করবে, তার সাওয়াব অর্জিত হবে এবং **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দয়া করবেন।[১] যদি বাস্তবেই আমাদের মাঝে আমাদের মুসলমান

---

১. হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দয়া প্রদর্শনকারীর প্রতি **রাহমানুর রাহীম আল্লাহ পাক** দয়া করেন, তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, আসমানের রাজত্বের মালিক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৭১, হাদীস ১৯৩১)

ভাইদের জন্য সহানুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায় তবে আমাদের সমাজ একেবারে পরিস্কার পরিছন্ন এবং ঠিক হয়ে যাবে। আজকাল ঘরে ঘরে অত্যাচারের তুফান চলছে, ঝগড়া বিবাদ, একে অপরকে অসম্মান করা, গালাগালি করা এবং কষ্ট দেয়া ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গেছে, গ্রামেগঞ্জে সব জায়গায় চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থা এবং মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যস্ত, আর এভাবে প্রত্যেক বান্দা কাউকে না কাউকে আটকাতে লেগে আছে। এই কারণে ঘরে শান্তি নেই, প্রতিবেশির আরাম শেষ হয়ে গেছে, মহল্লার শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে এবং শহরের নিরাপত্তাও অবশিষ্ট নেই।

জীবিত পঙ্গপালকে শিখের মধ্যে বিদ্ধ করে চুলায় পাকানো কেমন?

প্রশ্নঃ অনেকে জীবিত পঙ্গপালকে শিখের মধ্যে লাগিয়ে চুলায় পাকায়, তাদের এরূপ করা কেমন?

উত্তরঃ এই দৃশ্য দেখলে মানুষের শরীরে কম্পন এসে যায় কিন্তু জানি না মানুষের মন এরূপ করতে কিভাবে সায় দেয়? এরূপ লোকেরা নিজের শরীরে সূঁই প্রকাশ করিয়ে দেখুক, তারা তা সহ্য করতে পারবে না, তবে বেচারা পঙ্গপালকে শিখের মধ্যে বিদ্ধ করে পুড়ানো কত বেশি কষ্টদায়ক হবে! পঙ্গপাল হালাল হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, একে কষ্ট

দিয়ে পাকানো হবে, অন্য আরো পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন; তা মারা যাওয়ার অপেক্ষা করা যে, অবশেষে তারাও তো মারা যাবে অথবা এমন কোন উপায় বের করা যে, এরা মরে যায় অতঃপর রান্না করবে। মনে রাখবেন! হাদীসে পাকে ফড়িং (পঙ্গপাল) খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।[১]

শিক্ষার্থীদের কেমন হওয়া উচিৎ?

প্রশ্নঃ শিক্ষার্থীদের কেমন হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ শিক্ষার্থীদের উচিৎ যে, নিজের উদ্দেশ্য **"আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন" এর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখা, নিজের সময়কে নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা, চরিত্র সুন্দর রাখা, জিহ্বা চোখ এবং অন্তরের হিফাযত করা, চাওয়া থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ মানুষের নিকট টাকা পয়সা না চাওয়া। তথ্যাবলী জানার জন্য নিজের ওস্তাদকে প্রশ্ন করতে পারবে, বিনয় করা অথাৎ নিজেকে কিছুই মনে না করা, সম্পদের লোভ থেকে দূরে থাকা অর্থাৎ টাকা পয়সার লালসায় না পড়া, জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হওয়া, মুর্শিদ, ওস্তাদ এবং পিতামাতার আদব

---

১. **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাদের জন্য দু'টি মৃত প্রাণী এবং দু'টি রক্ত হালাল। দু'টি মৃত হলো, মাছ ও পঙ্গপাল আর দু'টি রক্ত হলো, কলিজা ও তিল্লী। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতইমাতি, ৪/৩২, হাদীস ৩৩১৪)**

করা, নিজের মাদরাসার সময়সূচীর অনুসারী হওয়া, সহচর্যের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখা অর্থাৎ যে শিক্ষার্থী পাশে বসে আছে তার হকের প্রতি খেয়াল রাখা, কেননা সে তার নিকটস্ত প্রতিবেশি এবং তার হক রয়েছে আর কিয়ামতের দিন তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার প্রতিবেশর হক কি আদায় করেছো নাকি ক্ষুন্ন করেছো? অতএব তার জন্য কষ্টদায়ক হয়ো না বরং প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করো, যেমনটি লেখাপড়ায় একে অপরকে সাহায্য করা হয়। কষ্ট এলে ধৈর্যধারন করা, ইবাদতের প্রতি আগ্রহ রাখা অর্থাৎ অধিকহারে ইবাদত করা, নেকীর দাওয়াতও প্রদান করা। শিক্ষার্থীদের জন্য এই কয়েকটি মাদানী ফুল, যা আমি মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"কামিয়াব তালিবে ইলম কোন?"**[১] থেকে সহজ করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. **"কামিয়াব তালিবে ইলম কোন?"** এটি মাকতাবাতুল মদীনার ৬৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত একটি অনন্য ও বিস্তারিত কিতাব, এই কিতাবে ঐসকল কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে, যার সম্পর্ক একজন শিক্ষার্থীর সাথে, যেমন; জ্ঞানার্জনের কি নিয়্যত হওয়া উচিৎ? সবক অধ্যয়ন কিভাবে করা উচিৎ? সবক কিভাবে মুখস্ত করবে? নিজের ওস্তাদগণ, জামেয়ার ব্যবস্থাপনা এবং পিতামাতার সাথে সম্পর্কের ধরন কিরূপ হওয়া উচিৎ? সাধানরত সবার এব বিশেষ করে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের জন্য এই কিতাবটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। **(ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ)**

আমীরে আহলে সুন্নাতের পুস্তিকা "লূত সম্পদায়ের ধ্বংসলীলা" থেকে কিছু মাদানী ফুল

এরূপ করবেন নাঃ

কথাবার্তা বলার সময় একে অপরের হাতে তালি দেয়া ঠিক নয়, কেননা তালি, শিস দেয়া খেলাধূলা ও তামাশার অন্তর্ভূক্ত আর তা কাফেরের পদ্ধতি। **(তাফসীরে নঈমী, ৯/৫৪৯)**

লূত সম্প্রদায়ের কাজঃ

হযরত সায়্যিদুনা লূত عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্প্রদায়ের লোকেরা অপকর্ম ছাড়াও এমন নিকৃষ্ট কাজ ও আচরনে অভ্যস্ত ছিলো, যা বিবেক ও প্রথাগতভাবে নিকৃষ্ট ও নিষেধ ছিলো, যেমন; গালি দেয়া অশ্লিল বাক্য উচ্চারণ করা, তালি এবং শিস বাজানো, একে অপরকে পাথর মারা, পথচারীদের পাথর নিক্ষেপ করা, মদ পান করা, হাসি ঠাট্টা করা, খারাপ কথা বলা এবং একে অপরকে থুথু নিক্ষেপ করা।

(সীরাতুল জিনান, ৭/৩৬৭)

শিস ও তালি

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّ تَصْدِيَةً ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর কা'বার নিকট তাদের নামায নেই, কিন্তু শিস ও করতালি দেয়াই। **(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ৩৫)**

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: কোরাইশের কাফেররা উলঙ্গ হয়ে খানায়ে কাবার তাওয়াফ করতো, শিস ও তালি বাজাতো এবং তাদের এই কর্ম হয়তো সেই ভ্রান্ত আকীদার কারণে ছিলো যে, শিস ও তালি বাজানো ইবাদত অথবা হয়তো এই দুষ্টতার কারণে যে, এর আওয়াজে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নামাযে কষ্ট হবে।

(তাফসীরে কবীর, সূরা আনফাল, ৩৫নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/৪৮১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জান্নাতে গাছ লাগানোর সহজ ব্যবস্থাপত্র

একবার **প্রিয় নবী** ﷺ কোথাও যাচ্ছিলেন হযরত সয়্যিদুনা আবু হুরাইরা رضی اللہ عنہ কে দেখলেন যে, তিনি একটি চারা গাছ রোপন করছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: কি করছ? আরজ করল: গাছ লাগাচ্ছি। ইরশাদ করলেন: আমি সর্বোত্তম গাছ লাগানোর পদ্ধতি বলে দিচ্ছি:

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

পাঠ করার দ্বারা প্রতিটি শব্দের বিনিময়ে জান্নাতে একটি গাছ রোপন করা হয়।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮০৭)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ৩,আর, নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net